মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে পথহারা হয়ে গেছে শিক্ষায় বৃত্তি প্রদানের প্রচলিত নিয়ম-কানুন। এতে হতাশ শিক্ষক ও অভিভাবক মহল। গত দুবছর পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। এ পরীক্ষার ফলের ওপর দেওয়া বৃত্তিও দিতে পারেনি শিক্ষার দুই মন্ত্রণালয়। বৃত্তি প্রদানের বিষয়টি যেন ভুলতে বসেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অনেকটা গোঁজামিল দিয়ে বৃত্তি পরীক্ষার প্রবর্তন করতে যাচ্ছে। পরীক্ষা আয়োজনের আগে কোনোরকম অ্যাসেসমেন্ট না করেই কোমলমতি শিশুদের ওপর প্রতিযোগিতার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার ফল ভালো হবে না, বলছেন শিক্ষাবিদরা।

প্রাথমিক স্তরে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বছর প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্প্রতি এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে এ বৃত্তি নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে এ পরীক্ষা সব শিক্ষার্থী দিতে পারবে না। বিদ্যালয়ের বাছাইকৃত ১০ শতাংশ শিক্ষার্থীরা পরীক্ষাটি দিতে পারবে।

advertisement

এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদ গতকাল রবিবার আমাদের সময়কে বলেন, ‘বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রাথমিক বৃত্তি অব্যাহত থাকবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রাথমিকে বৃত্তির সংখ্যা কমছে না, যাদের বৃত্তি দেওয়া হবে, তাদের বাছাই প্রক্রিয়া ভিন্ন হয়েছে।’

advertisement 4

পরীক্ষার বিস্তারিত পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে পরিপত্র জারি করা হয়েছে। চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে এ বৃত্তি পরীক্ষা নিতে হবে। প্রতিটি উপজেলা সদরে হবে পরীক্ষা। এ জন্য মোট শিক্ষার্থীর ১০ শতাংশ হিসাব করে কেন্দ্রের সংখ্যা

নির্ধারণ করে আগামীকাল ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে তথ্য পাঠাতে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ করা হয়নি, পরীক্ষার নম্বর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ পরীক্ষায় স্কুলভিত্তিক সেরা দশজন বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে।

সচিব বলেন, 'চারটি বিষয়ে (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান) ২৫ নম্বর করে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। ২ ঘণ্টায় নেওয়া হবে পরীক্ষা।'

জানা গেছে, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে তিনটি শ্রেণিতে চালু হচ্ছে নতুন শিক্ষাক্রম। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য শ্রেণিতেও তা বাস্তবায়ন করা হবে। যেখানে প্রথাগত পরীক্ষাকে কম গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ধারাবাহিক মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। করোনার পাশাপাশি নতুন এ শিক্ষাক্রমের বিষয়টি মাথায় রেখে এ বছরসহ গত তিন বছর ধরে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নেওয়া হয়নি। আগামী দিনেও আর এ পরীক্ষা হচ্ছে না বলেই জানিয়ে আসছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারকরা। কিন্তু বছরের শেষ বেলায় এসে অনেকটা আকস্মিকভাবে বৃত্তির পরীক্ষার আয়োজন নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় প্রাথমিকের মাঠ প্রশাসন ও স্কুলের শিক্ষকরা।

খোদ রাজধানীর একাধিক থানা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারাও অনেকটা অপ্রস্তুত যে, বিগত দুবছর সমাপনী পরীক্ষা হয়নি। এর মধ্যে এবার বার্ষিক পরীক্ষাতেও বড় পরিবর্তন। বার্ষিক পরীক্ষার পর আবার বৃত্তির পরীক্ষার আয়োজন করতে হবে। বছরের শেষ মাসে এমন সিদ্ধান্ত অনেকটা তড়িঘড়ি ব্যাপার। এরপরও কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তাদের হিমশিম খেতে হবে।

অভিভাকরা বলছেন, হঠাৎ করেই বৃত্তি পরীক্ষার আয়োজনের সিদ্ধান্তে বৈষম্য সৃষ্টি হবে। কারণ, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার মাধ্যমে সব শিক্ষার্থী অন্তত সুযোগটি পেত। এখন ১০ শতাংশ শিক্ষার্থী এ সুযোগ পাবে। এতে বিদ্যালয়গুলোর নজর থাকবে এ ১০ শতাংশ শিক্ষার্থীর ওপর। ফলে অন্যরা আরও পিছিয়ে পড়বে।

শিক্ষকরা জানান, আগে থেকে ঘোষণা না দেওয়ায় প্রস্তুতির অভাবে অনেকে সুযোগবঞ্চিত হবে এবং শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ পড়বে। সাধারণত পরীক্ষা সংক্রান্ত বড় কোনো সিদ্ধান্ত হলে আগেভাগেই জানানো হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

এদিকে প্রাথমিকে বৃত্তির পরীক্ষায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিলেও মাধ্যমিকে ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কীভাবে বৃত্তি দেওয়া হবে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে গতকাল মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আবু বকর সিদ্দীক আমাদের সময়কে বলেন, 'বৃত্তির বিষয়ে এভাবে কখনো চিন্তা করিনি, বিষয়টি খোঁজ নেব। দেখি কী করা যায়।'

জানা গেছে, পরীক্ষা না হওয়ার জটিলতার মধ্যে কীভাবে মেধা বৃত্তি দেওয়া যায়, তা ঠিক করতে একটি কমিটি করে দিয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কমিটি সব দিক বিবেচনায় মেধা বৃত্তি দেওয়া সম্ভব না বলে মতামত দিয়েছে। তারা নতুন নীতিমালার করার সুপারিশ করেছে।

কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) প্রফেসর শাহেদুর খবির চৌধুরীকে। গতকাল তিনি বলেন, মেধাবৃত্তি মূলত পরীক্ষার ফলের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়। দুবছর যেহেতু পরীক্ষা হয়নি, বিদ্যমান নীতিমালার মধ্যেই বিকল্প কিছু খুঁজে বের করার চেষ্টা করেও কোনো সমাধান পাইনি। এ জন্য নতুন একটি নীতিমালার করার সুপারিশ ছিল কমিটির।

প্রাথমিকে ফের বৃত্তি পরীক্ষা আয়োজন প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. মনজুর আহমেদ আমাদের সময়কে বলেন, হুট করে কোনো রকম জরিপ ছাড়াই বৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন করা হলে এর ফল ভালো হবে না। এখনো তারা (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়) প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা বাতিলের বিষয়টি স্পষ্ট করেনি। শিশুদের পরীক্ষা চাপ কমিয়ে আনতে এটি করার দরকার ছিল। অথচ, উল্টো বৃত্তির জন্য কোমলমতি শিশুদের পরীক্ষায় বসার আয়োজন করছে মন্ত্রণালয়। এমনটা হতে পারে মন্ত্রণালয়ে নতুন কর্মকর্তা এলে কাজ দেখাতে হবে, তাই এমন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে শিশুদের ওপর। বৃত্তি যদি দিতে হয়, বার্ষিক পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে দিতে পারে, এ জন্য ফের পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। আগে স্কুলগুলোয় পাঠদানের মান বাড়াতে হবে। পরীক্ষানির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে বলেও মত দেন এ শিক্ষাবিদ।

5
Shares